International Research Journal of Interdisciplinary & Multidisciplinary Studies (IRJIMS)
A Peer-Reviewed Monthly Research Journal
ISSN: 2394-7969 (Online), ISSN: 2394-7950 (Print)
Volume-I, Issue-VII, August 2015, Page No. 6-15
Published by: Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.irjims.com

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস : বাস্তবতার কথামালা

ড. দেবাশিস ভট্টাচার্য
অংশকালীন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বোলপুর কলেজ, বোলপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract

In the Post-Independence Phases of all types of Bengali literature in general and novel in Particular, Samaresh Basu, Gour Kishore Ghosh, Moti Nandi, Sunil Gangopadhyay took a pivotal position. Atin Bandyopadhyay, side by side, left his unmistakable mark in the arena of Bengali novel. After the decades of Rabindranath, innumerable twist and turn came in Bengali literature. In the Post Independent decades of Bengal, there was a crisis everywhere. There was a crisis in terms of human values and morality. There was a crisis in the peaceful existence. Atin Bandyopadhyay took his glorious entry in such a chaotic situation. He created literature, sketched characters of different taste. He took his characters from various parts of the country-someone from the harbor and again someone from dark, narrow, congested lane of a metropolitan city like Kolkata. The pains of the partition of the country, the refugees, freedom movements and such other relevant factors have become the central themes in his novels.

The best three novels that Atin Bandyopadhyay wrote are- "Nil Khantho Pakhir Khoje", "Aloukik Jalajan" and "Ishwerer Bagan". The first one is perhaps the master piece of Atin Bandyopadhyay. This brilliant literary piece appeared in two different parts in 1934 and 1952 respectively. They minutely sketch the ins and outs of life in the rural areas of Bengal. This famous novelist was born in a native village of Bangladesh namely 'Raidani'. 'Sitalakshya' and 'Meghna' are two popular rivers of the author's land and they get well-reflected in his novels.

Key Words: Novel, Atin, Bandyopadhyay, Literature, Characters.

বাংলা কথাসাহিত্য অর্থাৎ উপন্যাস ও ছোটগল্পের ধারায় অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের (জন্ম ১ অক্টোবর ১৯৩৪) সৃজনকর্ম বিশিষ্টতার দাবিদার।

মূলতঃ স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলা কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে সমরেশ বসু, গৌরকিশোর ঘোষ, মতি নন্দী, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের পাশাপাশি অতীন বন্দ্যোপাধ্যের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। স্বাধীনতা পরবর্তী পঞ্চাশের দশকে এঁদের আবির্ভাব এবং স্ব স্ব ক্ষেত্রে তাঁরা কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। স্বাধীনতার পর ভারতবর্ষের গ্রামে নগরে একটি অস্থিরতা দেখা দেয়-চারদিকেই নানা ভাঙন-অনিশ্চয়তা-ব্যক্তির বিপন্নতা-মূল্যবোধ সংক্রান্ত অবক্ষয়-নাগরিক জীবনের আকাঙ্খা ও ক্লান্তি দেখা যায়-তার প্রতিফলন এই সময়কার কথাসাহিত্যে দেখি।

রবীন্দ্রনাথের পর বাংলা কথাসাহিত্যে এসেছে নানা বাঁক বদল। এই সময়কালের প্রেক্ষাপট প্রসঙ্গে সমালোচকের মত প্রণিধানযোগ্য— "সমকালের দ্বন্দ্বময় মূর্তিকে স্বীকার করে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে যুদ্ধ-দুর্ভিক্ষ-দেশবিভাগ জর্জরিত বাংলাদেশের অবক্ষয়িত অবস্থাকে ব্যাখ্যা করতে অস্বীকৃত হয়ে স্থানগত এবং কালগত পশ্চাদপসারণ করে বাংলাদেশের উপন্যাসের দুই মূর্তি গড়ে উঠেছিল। তার একমূর্তিতে ছিল অতীতাশ্রয় বাসনা এবং আরেক মূর্তিতে অপরিজ্ঞাত অঞ্চলমুখিতা। কিন্তু এরই সঙ্গে সঙ্গে বাংলা উপন্যাসের সমকাল মুখিতার প্রবহমান স্রোতটুকু কম মূল্যবান নয়। বরং বলা যেতে পারে যে,

সমকাল এবং কলকাতাকে অবলম্বন করে বাঙালী মধ্যবিত্তের জীবনের নতুন জটিলতা এবং জিজ্ঞাসাকে যাঁরা উপন্যাসে ব্যবহার করলেন তাঁরাই প্রকৃতপক্ষে তিরিশের ধারাবাহী এবং ভবিষ্যতের ইঙ্গিতবাহী। যে অবক্ষয়, স্থায়ী মূল্যবোধগুলির ভাঙন এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশ্বাসহীনতা বাঙালী মধ্যবিত্তকে যুদ্ধ পরবর্তীকালে জর্জরিত করে ফেলল এমনকি তার আঘাতে বেদনাবোধ এবং মৃত্যুতে দুঃখবোধ, এসবও যখন হারিয়ে যাওয়ার মুখোমুখি তখন বাঙালী ঔপন্যাসিকদের এক সংখ্যালঘিষ্ঠ জীবননিষ্ঠ অংশের রচনায় এই অবক্ষয়িত চেহারার ব্যাতিক্রম দেখা গেল।"[১]

"ঠিক এরকম পরিপ্রেক্ষিতে অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় এলেন কিন্তু তাঁর রচনায়-উপন্যাসের গল্পের চরিত্রদের অস্তিত্বের সংকট চিন্তা-চেতনা, সুখ-দুঃখ অন্যভাবে রূপায়িত হল। একদিকে তাঁর অবস্থান সমুদ্র বন্দরে অন্যদিকে কলকাতার নগরের নানা গলিঘুঁজিতে। দেশভাগজনিত বেদনা অন্যদিকে উদ্বাস্তু সমস্যা, স্বাধীনতা আন্দোলন, অন্যদিকে দুর্ভিক্ষ আর দারিদ্র বিষয় হিসেবে এসেছে।"[২]

পঞ্চাশের দশকের কথাসাহিত্য বলতে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়পর্বে কথাসাহিত্যকে যদি ধরি, তবে তার আগে পরে রাজনৈতিক অস্থিরতা আন্দোলন গুলির প্রভাব এই সময়কার বাংলা সাহিত্যে লক্ষ্য করব। জাপানী আক্রমণ (১৯৪১), আগষ্ট বিপ্লব (১৯৪২), পঞ্চাশের মন্বন্তর (১৯৪৩), দাঙ্গা (১৯৪৬), আজাদ হিন্দ আন্দোলন (১৯৪৬-৪৭) দেশবিভাজন এবং স্বাধীনতা লাভ ও তৎপরবর্তী উদ্বাস্তু জীবন (১৯৪১-৫০) ইত্যাদির প্রভাব বাংলা সাহিত্যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এসেছে।

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্যে আমরা এই প্রভাব লক্ষ্য করি। সমালোচক আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন— "শ্রী অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' উপন্যাসের দু-খণ্ডে সাড়ে সাতশ পৃষ্ঠায় দু-দশকের (১৯৩৪-৫২) গ্রামজীবনের অন্তরঙ্গ পরিচয় বিধৃত হয়েছে। এদিকে শীতলক্ষ্যা, ওদিকে মেঘনা, এদিকে লাঙলবন্দ, ওদিকে গোয়ালন্দ, তার মাঝে গ্রামের পর গ্রাম, মাঠের পর মাঠ, খাল-বিল-চর। হিন্দু-মুসলমান, ধনী-গরীব মধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত হিন্দু ও গরীব মুসলমানের গ্রামনির্ভর জীবন। ঢাকা-কলকাতা থেকে রাজনৈতিক আন্দোলনের দূরাগত তরঙ্গ গ্রামের শান্ত জীবনে চাঞ্চল্য, সামাজিক, অর্থনৈতিক অস্থিরতা শীতলক্ষ্যার জলস্রোতের মতো সময়স্রোতের অব্যাহত গতি, তারি মাঝে ছোট বড় মানুষের ওঠা পড়া, দেশ বিভাগের প্রস্তুতির নানা স্তর ও বিভাগ পরবর্তী বিপর্যয়- সবকিছুই এ উপন্যাসে প্রতিবিম্বিত হয়েছে। সবকিছুতেই ছাপিয়ে উঠেছে এক অখণ্ড জীবনবোধ, যা দেশকাল আলিঙ্গিত হয়েও কোনো খণ্ড সীমানায় ধরা দেয় না। সেই শাশ্বত জীবনবোধ দেশচেতনার পটে বিলগ্ন হয়ে আছে 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে উপন্যাসে।"[৩]

কলকাতা নগরকে কেন্দ্র করে যখন জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী "বারো ঘর এক উঠোন" বা সমরেশ বসু 'উত্তরঙ্গ' বা 'বিটি রোডের ধারে' বা শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় 'ঘূনপোকা' লিখছেন ঠিক সেই সময়ে মূলতঃ পল্লীজীবনকে কেন্দ্র করে অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্য রচনায় এলেন। তাঁর যে উপন্যাসের কথা প্রায় শোনা যায় 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' (১৯৭১) এর দুটি খণ্ডে ১৯৩৪-৫২ এই দুই দশকের গ্রামজীবনের অন্তরঙ্গ পরিচয় ফুটে উঠেছে। বাংলাদেশের রাইদানি গ্রামে জন্মেছিলেন লেখক। সেই দেশের দুটি বিখ্যাত নদী শীতলক্ষ্যা ও মেঘনা নদীর তীরবর্তী বিশাল জানপদী জীবনের কথা উপন্যাসে এসেছে।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, সৈয়দ মুস্তফা সিরাজের মতোই অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় আনেন এই সময়ের পল্লীজীবনকে। অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনে রয়েছে নানা বৃত্তির অভিজ্ঞতা। তিনি কখনো নাবিকের বৃত্তি নিয়েছেন, কখনো হয়েছেন ট্রাক ক্লিনার আবার শিক্ষকতার অভিজ্ঞতাও। তাঁর জীবনের একটি অংশ কেটেছে সমুদ্রে, ভাসমান জাহাজের বিচিত্র বাস্তব অভিজ্ঞতা তাঁর কথাসাহিত্যে বারংবার প্রভাব ফেলেছে। লিখেছেন 'সমুদ্র', 'সমুদ্র অশরীরী'র মতো ছোটগল্প এবং 'ঝিনুকের নৌকা', 'নীলতিমি'র মতো উপন্যাস। বাংলা উপন্যাসে সমুদ্র ও সামুদ্রিক জীবন নিয়ে তাঁর রচনা অনেক ক্ষেত্রে শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা স্মরণে আনে। অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্যে সমুদ্র-কেন্দ্রিকতা আলাদা উল্লেখের দাবি রাখে।

উপন্যাসের মধ্যে মানুষের জীবনের সমগ্রতার কাহিনি ঠাঁই পায়— এর পাশাপাশি সমকালীন সময় ও সমাজের প্রসঙ্গ উঠে আসে। মানুষের জীবন বর্ণনার পাশাপাশি সমকালের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক নানা বিষয়ও এসে পড়ে। অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস-গল্পে স্বাধীনতার আগের এবং স্বাধীনতার পরবর্তী বাংলাদেশ ও ভারতবর্ষের সমাজ-দেশ-কাল মানুষের জীবন-যাপন, রাজনৈতিক অভিঘাতে ক্ষতবিক্ষত মানুষের জীবন ইত্যাদির বাস্তব ছবি আছে। দুই দশক জোড়া জীবন-যাপনের কাহিনি (১৯৩৪-৫২) নিয়ে রচিত 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' (১৯৭১) উপন্যাস। শীতলক্ষ্যা ও মেঘনা নদীর তীরে বাস করা নর-নারী ও প্রকৃতি নিয়ে রচিত এই উপন্যাসে আরো লক্ষ্যণীয় বিষয় হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে চিরকালীন সহাবস্থান। উপন্যাসের মধ্যে এসেছে অসংখ্য চিত্র, চরিত্র। দেশভাগজনিত বিষণ্ণতা এবং স্মৃতি রোমন্থন অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসের মধ্যে প্রতিফলিত হতে দেখি। তিনি জানাচ্ছেন - "দেশভাগের সঙ্গে সঙ্গে দেশত্যাগ, বাড়িঘর

বিক্রি হয়ে যাওয়ায় যে যা পারল নিয়ে গেল, আমাদের মা জেঠিমার প্রাণ এবং সম্মান রক্ষার্থে কোনোরকমে গয়না নৌকায় উঠে পড়াই দেশভাগের সম্মানজনক শর্ত। এভাবে এত বিতিকিচ্ছা অবস্থায় কী পড়ে থাকল, কী নেওয়া গেল না তার কোনই হিসাব রইল না।" (স্মৃতি বিস্মৃতি, ৯ম কথাসাহিত্য উৎসব স্মারক গ্রন্থ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০৯)

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্য একটি উপন্যাস 'মানুষের ঘরবাড়ি' (১৯৭৮) এতে দেশভাগজনিত বেদনা এবং উদ্বাস্তু সমস্যাকে রূপ দেওয়া হয়েছে। পাঁচটি পর্বে বিভক্ত এই উপন্যাসে এসেছে সমকালীন দেশ ও জনতার আখ্যান। 'মানুষের ঘরবাড়ি' উপন্যাসের মধ্যে আশ্রয়হীন মানুষের আশ্রয় গড়ার কাহিনী। বহরমপুর কাশিমবাজারের কাহিনি। বিলুই এ উপন্যাসের প্রধান চরিত্র। তার চোখ দিয়ে দেখা হয়েছে ঘটনাগুলি। উদ্বাস্তু সমস্যা নিয়ে লেখা এই উপন্যাসটি সমকালীন দেশকালের জীবন্ত দলিল হয়ে উঠেছে। ব্যক্তির বিপন্নতার আখ্যান 'সহযোদ্ধা' উপন্যাস। 'দুই ভারতবর্ষ' উপন্যাসের মধ্যে একদিকে বাণিজ্য, বিজ্ঞান, প্রযুক্তির ভারত, অন্যদিকে অনাহার-পীড়িত দারিদ্র্য জর্জরিত ভারতবর্ষের ছবি। যুদ্ধ-দাঙ্গা, স্বাধীনতা-আন্দোলন, দুর্ভিক্ষ-উদ্বাস্তু সমস্যা, বেকারত্ব ইত্যাদির প্রেক্ষাপটে অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসগুলিতে গ্রাম বাংলা এবং শহরের জীবনে যেমন অভিঘাত সৃষ্টি হয়েছে, মানুষ কীভাবে এই সময়পর্বে অসহায়তার স্বীকার হয়েছে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

'দেবীমহিমা' (১৯৮৪) যতীন ওঝার শয়তানির কথা-সমাজের কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাসের প্রসঙ্গ এসেছে নারী পুরুষের সম্পর্কের নতুন দিক উন্মোচিত হয়েছে তাঁর 'নারী ও পুরুষ' (১৯৯৪) উপন্যাসে। অন্যদিকে 'টুকুনের অসুখ' অন্যজাতের উপন্যাস। এ প্রসঙ্গে সমালোচক বলেন, 'টুকুনের অসুখ' উপন্যাসটি অতীনের প্রতীকী চিন্তায় লেখা উপন্যাস গুলির মধ্যে সব থেকে সুলিখিত।"[৪] এ প্রসঙ্গে সমালোচক মন্তব্য করেন - "শুধু দেশ বিভাগের পরবর্তী বিধুরতায় নয়, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্মুখবর্তী দ্বন্দ্বে সংঘাতে আলোড়িত বাস্তবতাকেও যোগ্য মর্যাদা দিয়েছেন তার অন্য উপন্যাসে। প্রসঙ্গত 'আবাদ' উপন্যাসটিকে এখানে উল্লেখ করি। মানুষ এবং প্রকৃতির দুই দিকে তীক্ষ্ম সমদৃষ্টি উপন্যাসটিকে একটি ভিন্ন স্বাদ দিয়েছে, যা তার অন্য প্রতীকী উপন্যাসে মেলে না।"[৫]

তা হলে আমরা দেখতে পাচ্ছি, নিছক জীবন বৃত্তান্ত নয়, বাস্তবের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ নয়— অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় আধুনিক কথাসাহিত্যের অন্য তাৎপর্য প্রতীক-দ্যোতনা-তাকেও নির্ভরযোগ্যভাবে উপস্থাপিত করেন। এর পাশাপাশি ঈশ্বর সম্পর্কে তার চরিত্রদের বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের দোলাচলও প্রত্যক্ষ করা যায়। 'অন্নভোগ' উপন্যাসে এই চিত্র পাই।

পঞ্চাশের দশকের কথাকার হিসাবে বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের মতোই অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ও পল্লী বাংলার রূপকে দেখেছেন। কিন্তু সমকালীন এই সব কথাসাহিত্যিকদের থেকে অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বতন্ত্রতা কোথায়? কেনই বা তাকে আলাদা করে আলোচনায় আনা? সেই আলোচনা আমরা করছি।

আঙ্গিক বিশ্লেষণ

উপন্যাস

আধুনিক কথাসাহিত্য (Fiction) বিচার বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তার বিষয়বস্তু আলোচনার পাশাপাশি তার আঙ্গিক (form/technique) আলোচনাও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। একটি উপন্যাসে বা ছোটগল্পের আলোচনা আঙ্গিক বা form ছাড়া সম্পূর্ণ নয়। বিচিত্র বিষয় যেমন উপন্যাসে আসে তেমনি তার শৈলীও বিচিত্র। যথার্থ উপন্যাসের জন্ম পাশ্চাত্যে অষ্টাদশ শতকে। সমাজ জীবনের মুক্তি, মুদ্রাযন্ত্র ও পত্রিকার প্রসার, শিল্পবিপ্লব, নাগরিক জীবন ইত্যাদি যথার্থ ভূমিকা পালন করেছে উপন্যাসের প্রসারে। সেই পাশ্চাত্য ছোঁয়া বাংলা উপন্যাসের মধ্যে এসে লাগে। বাংলা উপন্যাসের প্রথম যুগে বঙ্কিমচন্দ্র রোমান্স ও উপন্যাসের নানাবিধ পরীক্ষা করেছেন। তারপর রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে বাংলা উপন্যাসের বিশাল বৈচিত্র্য সাধিত হয়। স্বাধীনতার পরবর্তী যুগে কথাসাহিত্যে অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় এই পরম্পরাকে গ্রহণ করে বৈচিত্র্য সন্ধানে নিয়োজিত হলেন।

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্যের আঙ্গিক বিচারের আগে আমরা উপন্যাস সম্বন্ধে কয়েকটি মতামত পর্যালোচনা করতে পারি।

সাহিত্যে জীবনের প্রতিফলন ঘটে - বাস্তবতা তার একটি অন্যতম গুণ। উপন্যাস আধুনিক মহাকাব্য। তার পরিসর বিস্তৃত, কাহিনী দীর্ঘ, জটিলতর, চরিত্রগুলি সমাজোচিত। উপন্যাসের সঙ্গা দিতে গিয়ে Fielding বলেছেন - "Novel is a cosmic epic in prose" আবার কারো মতে— "Novel is a fictitious narrative which contains a plot" (Waren) হেনরি জেমস বলেছেন : "A novel is personal, a direct impression of life"।

উপন্যাসে ব্যক্তিজীবন, সমাজজীবনের বিকাশ ঘটে, আসে সমস্যার রূপায়ণ। উপন্যাস আসলে সমাজের পাত্র-পাত্রীদের বাস্তবজীবন কাহিনি। যে জীবনে আছে সমস্যা-দ্বন্দ্ব।

উপন্যাসের মধ্যে থাকে ঔপন্যাসিক জীবনদর্শন বা Attitude towards life। দেখানো হয় জীবনের সমগ্রতা (Totality of life)।

উপন্যাসের উপাদান সম্পর্কে Handson বলেছেন— "Plot characters, dialogue, time and place of action style and or stated or implied philosophy of life, then are the chief elements entering into the composition of any work of prose fiction, small or great, good or bad." অর্থাৎ উপন্যাসের মধ্যে থাকবে plot বা কাহিনিবৃত্ত, চরিত্র, সময়, স্থানের ঐক্য, রচনারীতি, জীবনদর্শন, ভাষা এবং চরিত্রের বিকাশ। ব্যক্তি স্বরূপের উন্মোচন উপন্যাসের অন্যতম উদ্দেশ্য। কাহিনীর আদি থেকে অন্ত মানবজীবনের একটি ক্রমিক বিস্তৃতি লক্ষিত হবে। চরিত্রায়ন, চরিত্রের বিকাশ উপন্যাসের অন্যতম কাজ। ঔপন্যাসিক কাহিনী ও চরিত্রকে এমনভাবে বিন্যস্থ করেন যাতে দুটির মধ্যে অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক রচিত হয়। লেখকের নিজস্ব জীবন চেতনাও প্রকাশিত হয়।

উপন্যাসের আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন : "বাংলা উপন্যাসের ধারা ক্রমবর্ধমান বৈচিত্র্যের মাঝপথ বহিয়া অগ্রসর হইতেছে। আজ ইহার অন্তঃপ্রেরণা কেবল ইহার নিজের দেশে প্রত্যক্ষ সমাজ বিবর্তনের ভিতর সীমাবদ্ধ নহে। আজ সমগ্র বিশ্বের মধ্যে যেখানে নূতন জীবন পরীক্ষা চলিতেছে সেখানেই বিজ্ঞান ও দর্শন নূতন জীবনভাষ্য রচনার চেষ্টা করিতেছে, সেখানে পুরাতন অভিজ্ঞতার সীমা অতিক্রান্ত হইতেছে, তাহারই সম্মিলিত প্রভাব এই গঙ্গাহৃদি বঙ্গভূমির উপর আছাড় খাইয়া পড়িতেছে। অধুনা নতুন সৃষ্টি সম্ভাবনা অভাবনীয় রূপে বাড়িয়া গিয়াছে।" (শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা—পৃ-৮২৭)

সমালোচকের এই মত আমাদের আলোচ্য ঔপন্যাসিক অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত উপন্যাসগুলির দিকে তাকালে সত্য প্রমাণিত হয়।

উপন্যাসের মধ্যে জীবনের সমগ্রতা রূপ পায়। এই প্রসঙ্গে 'বাংলা উপন্যাসের কালান্তর' গ্রন্থে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন— "আসল কথা ঔপন্যাসিকের পক্ষে সর্বাপেক্ষা বড় বিষয় হলো জীবনের সমগ্রতার সন্ধান। সে সন্ধানের প্রেরণা সর্বত্র উপস্থিত।" অন্যত্র বলেছেন "সামগ্রিকতা মানে Totality of objects এবং Totality of objects মানে Cataloguing of details' নয়, নয় শুধুমাত্র পরিধিগত পৃথুলতা। আসলে এটা লেখকের অভিজ্ঞতার প্রদর্শনী নয়। লেখকের জীবনবোধ পূর্ণবৃত্ত হয়ে উঠতে পেরেছে কিনা এটাই প্রধান কথা।" (বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ-১৪-১৫)

অর্থাৎ লেখকের জীবনদর্শন সংক্রান্ত বোধ তার সৃষ্ট চরিত্রদের মাধ্যমে বিশেষ দেশকালের পটভূমিতে সার্থকভাবে প্রকাশিত হতে পারল কিনা এটির উপরেই উপন্যাসের শিল্প কৌশল নির্ভর করে। কাহিনি-পরিবেশ, চরিত্র চিত্রণ, তাদের সংলাপ-ভাষা, দ্বন্দ্ব, সংকট-সংগ্রাম, সমাজ ও দেশের সঙ্গে তাদের নিরন্তর দ্বন্দ্ব ইত্যাদি উপন্যাসের মধ্যে বিচিত্র ভঙ্গিতে তুলে ধরা হয়।

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস সাহিত্য পর্যালোচনা করলে আমরা প্রথমেই যে বিষয়টিতে আশ্চর্যমুগ্ধ হয়ে যাই তা হল তার বিষয় নির্বাচন। নানা বিষয় নিয়ে তিনি উপন্যাস রচনা করেছেন। আমাদের গৃহীত উপন্যাসগুলির মধ্যে প্রথমেই আমরা 'সমুদ্র মানুষ'-এর কথা বলতে পারি। এতে এসেছে সমুদ্রের কথা। সমুদ্রের কথা এসেছে তার বেশ কিছু উপন্যাস এবং ছোটগল্পে। আমরা আগেই বলেছি সমুদ্র এবং সমুদ্রের বুকে ভেসে চলা জাহাজীদের জীবনযাপন তাঁর অন্যতম প্রিয় বিষয়। 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' উপন্যাসের বিষয় বৈচিত্র্য যেমন উল্লেখ্য তেমনি এই উপন্যাসে এসেছে অসংখ্য পাত্র-পাত্রী। চরিত্রগুলি কল্পিত নয় - তার চোখে দেখা বাস্তবের মানুষজন এবং লেখক স্বয়ং সেখানে উপস্থিত।

উপন্যাসটির বিষয় ও আঙ্গিক আলোচনা আমরা এভাবে দেখাতে পারি :

১। পটভূমি বিশাল রয়েছে মহাকাব্যিক বিশালতা।
২। আছে সুনির্দিষ্ট পটভূমি।
৩। দেশভাগের অস্থিরতা-নিরাপত্তাহীনতা লক্ষিত হয়।
৪। হিন্দু ও মুসলমানের মিলিত গ্রামীন জীবন।
৫। সমুদ্র-জাহাজীদের বর্ণনা বিশ্বাসযোগ্য ও বাস্তব।

৬। সুগভীর জীবনরস।

৭। অখণ্ড জীবনবোধ : 'শাশ্বত জীবনবোধ দেশচেতনার পটে বিলগ্ন হয়ে আছে'।

৮। লেখকের জীবন দর্শন-জীবন সম্পর্কে চিন্তা চেতনার প্রকাশ ঘটেছে।

'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' (দুটি খণ্ড) উপন্যাসের আঙ্গিকটি মহাকাব্যিক উপন্যাসের। এখানে এসেছে অসংখ্য মানুষ। ধনাকর্তা অর্থাৎ চন্দ্রনাথ, মহেন্দ্রনাথ ও তার ছেলেরা-মনীন্দ্রনাথ, ভূপেন্দ্রনাথ, চন্দ্রনাথ এবং শচীন্দ্রনাথ। মেজ ভাই ভূপেন্দ্রনাথের পুত্র সোনা এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র। সোনা চরিত্রের বিকাশ ও বিবর্তনের পাশাপাশি এসেছে আরও অনেক চরিত্র।

ধনাকর্তা অর্থাৎ চন্দ্রনাথের পুত্রের জন্মের সংবাদ দিয়ে উপন্যাসের শুরু হয়েছে। গ্রামের একান্নবর্তী পরিবার। পরিবারের প্রধান বুড়োকর্তা মহেন্দ্রনাথ অশীতিপর অন্ধ। তার চার ছেলে, তিনবৌ। মেজভায়ের পুত্র সোনা। সোনা বাল্য কৈশোর পেরিয়ে যৌবনের পথে এগিয়ে চলেছে। তার জীবনের কাহিনী 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' উপন্যাসের প্রধান বিষয়। সোনা, বাবা, মা, কাকা, কাকিমার সঙ্গে দেশ ছেড়ে চলে আসছে এ পারে। উদ্বাস্তু জীবনের আখ্যান শুরু হচ্ছে।

উপন্যাসের আরো একটা লক্ষনীয় বিষয় প্রকৃতি বর্ণনা। মানুষ আর প্রকৃতিকে একান্ত করে তোলেন ঔপন্যাসিক। মালতী জঙ্গলে যখন বেতের ডগা তোলে তখন হাড়গিলে পাখির ডাক, অথবা সূর্যোদয় বা সূর্যাস্তের বর্ণনা অনুপম। জলজ ঘাস, জোঁক, ফড়িং কোথাও ভয়ঙ্করতা কোথাও অনুপম সৌন্দর্য প্রকাশিত। হিন্দু বিধবা মালতী জঙ্গলের মধ্যে ধর্ষিতা হয়-তার বর্ণনাও বিশ্বাসযোগ্য।

উপন্যাসের মধ্যে নীলকণ্ঠ পাখির প্রসঙ্গ কয়েকবার এসেছে। শেষে যেখানে ঠাকুরদার মৃত্যু হচ্ছে সেখানেও এসেছে নীলকণ্ঠ পাখির প্রসঙ্গ— "তারপর জলে অদ্ভুত একটা পাখি, নীলবর্ণের পাখি। নীলকণ্ঠ নামেই পবিত্র কিছু। ওর মনে হল জলে যে পাখিটা বসে আছে ওটাই ঠাকুরদার আত্মা। ওটাই ওর কামনা বাসনার ঘর। পাগল মানুষ দেখলে বলতেন, ওটাই হচ্ছে নীলকণ্ঠ পাখি। সারাজীবন ঘুরিয়ে মারে।" ঠাকুরদার মৃত্যু আর নীলকণ্ঠ পাখি উপন্যাসের নায়ক সোনার কাছে এক হয়ে যায়— "আশ্চর্য সোনা দেখছে সেই নীল রঙের পাখিটা আবার এসে অর্জুন গাছটায় বসেছে। সেই ঘরটা নীল, যেখানে অমলা তাকে নিয়ে গিয়েছিল, মায়ের মুখ ব্যথায় নীল, ছোট্ট ছেলেটা তার তখন জন্ম নিচ্ছে। ... এই পাখিটাও নীল। সে দেখল আকাশ নীল, স্বচ্ছ জল নীল রঙের। এ পাখি ঠাকুরদার আত্মা না হয়ে যায় না।" মানুষের জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে মিশে থাকে নীলকণ্ঠ পাখিটি।

উপন্যাসের মধ্যে হিন্দু ও মুসলিম জনজীবনের বাস্তব পরিচয় পাই। ধনাকর্তাদের পাশাপাশি আছে ঈশান, উমাদ, জোটন বিবিরা। অভাবী মানুষ, নিরন্ন মানুষদের পাশাপাশি এসেছে কামুক নারী লোভী মানুষ। উপন্যাস প্রসঙ্গে সমালোচক জানান :

'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' উপন্যাসের অনেক চরিত্রই অনেক কিছু পায় নি। বড়কর্তা মণীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের পোষা হাজার হাজার নীলকণ্ঠ পাখিকে ফিরে পান নি, পান নি পলিনকে। তাঁর স্ত্রী ফিরে পান নি মণীন্দ্রনাথকে। জালালি পায় নি তার ক্ষুধার খাদ্য, বিলে ডুবে মরেছে। ফেলু রাখতে পারে নি আন্নু বিবিকে। মালতী পায় নি তার সুখকে। জোটনবিবি রাখতে পারে না কোনো স্বামীকেই। হাজি সাহেবের মাইজলা বিবি পায় না তার মনের মানুষ ফেলুকে। ঈশম শেখ রাখতে পারে না তার তরমুজ খেতকে। তবু নীলকণ্ঠ পাখির অন্বেষণে সবাই চলেছে সারা জীবন। পূর্ববঙ্গের আশ্চর্য সবুজ নীল-মেশানো পটভূমে বিধৃত এই সুখ আর স্বপ্নের অন্বেষণ দেশকাল-আলিঙ্গিত কাহিনিতে রূপায়িত হয়েছে। আঠারো বছর সময়সীমার মধ্যে এই বাংলাদেশে কত-না রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সামাজিক ঘটনার তরঙ্গ! সেই সব তরঙ্গের অভিঘাতে শীতলক্ষ্যা নদীতীরবর্তী গ্রামের মানুষ কীভাবে বিচলিত, বিপর্যস্ত হয় ও সেই বিপর্যয়ের মধ্যেই কীভাবে এক অমল সুখের স্বপ্ন দেখে, তার উজ্জ্বল চিত্রশালা 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে'।" (অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, কালের প্রতিমা)

'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' প্রসঙ্গে সমালোচক জানাচ্ছেন; উপন্যাসের চরিত্ররা অনেকেই অনেক কিছু পায় নি। একটি আশাভঙ্গের বেদনা ঘিরে আছে চরিত্রদের।'।

'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' উপন্যাসের দ্বিতীয় ভাগ 'অলৌকিক জলযান' (মাঘ ১৩৮৮) এই অংশে সোনা চরিত্রের বড় হবার কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। কীভাবে সে শিপিং অফিসে নলি দিয়ে লাইন দিয়ে ছাড়পত্র পায় এবং জাহাজী হয়ে ওঠে তার কাহিনি। ভয়ঙ্কর সমুদ্র যাত্রার সাক্ষী হয় সে। সে দক্ষ জাহাজী হয়ে ওঠে। সৈয়দ মুস্তফা সিরাজের কথায় "পথের পাঁচালীর" পর এটা হচ্ছে দ্বিতীয় উপন্যাস যা বাংলা সাহিত্যের মূল সুরকে অনুসরণ করেছে। অতীনের কাছে আমাদের নতুন জেনারেশনের

অনেক ঋণ হয়ে গেল। 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' যদি মহৎ উপন্যাস হয় তবে 'অলৌকিক জলযান' মহাকাব্য বিশেষ।" (ব্লার্ব, জানুয়ারী ২০০৯, পঞ্চম সংস্করণ)

বুড়ো কাপ্তেনের সাহায্যে উপন্যাসের চরিত্র সোনা জাহাজে কাজ পায়। ভালো মাইনের ব্যবস্থা হয়। জাহাজে নানা দেশ পরিক্রমা করে সে। এই উপন্যাসের মধ্যে সমুদ্র একটি চরিত্র হয়ে উঠেছে।

সমুদ্রের নানা সময়কার রূপ বর্ণনা রয়েছে উপন্যাসে। আঙ্গিকের দিক থেকেও এটি অভিনব— "কেবল নীল আকাশ, নীল সমুদ্র আর মাঝে মাঝে সমুদ্র পাখিদের ওড়া উড়ি। রাতের জ্যোৎস্না, নীল আকাশ, সবুজ নক্ষত্র এবং সমুদ্র থেকে ঠাণ্ডা বাতাস..."

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মানুষের ঘরবাড়ি' (১৯৭৮) উপন্যাসের বিষয় নিয়ে আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। আঙ্গিকের দিক দিয়েও উপন্যাসটি উল্লেখ্য। আশ্রয়হীন একটি পরিবার কীভাবে ঘরবাড়ি তৈরী করে বেঁচে থাকছে তার কাহিনিতে ঔপন্যাসিক এনেছেন অসংখ্য চরিত্র। কাহিনিটি তাঁর অন্যান্য উপন্যাসের মতো বৃহদায়তন। প্লট গঠনে শিথিলতা কোথাও কোথাও লক্ষিত হয়— এই শিথিলতার অন্যতম কারণ হিসেবে আখ্যানে আসে নানা উপকাহিনি। চরিত্রদের আলাদা জীবনযাপনকে তিনি তুলে ধরেন।

স্বাধীনতার পর থেকে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত সময়ের বিন্যাস আমরা লক্ষ্য করি। এসেছে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর সংলগ্ন একটি বনভূমি তথা জঙ্গলের প্রসঙ্গ। 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' উপন্যাসের চরিত্ররা প্রায় অন্যরকম চেহারায় এই উপন্যাসে হাজির। আছে ধনাকর্তার প্রসঙ্গ। সোনা এই উপন্যাসে বিলু। তার পড়াশোনা-মোটর গ্যারেজের কাজ-ঘর বাড়িতে ফিরে আসা-কালীবাড়ির পুরোহিতের ছেলে নুটুকে পড়ানোর কথা আছে উপন্যাসটিতে।

উপন্যাসটির বৃহদায়তন প্লট পরিকল্পনায় তিনি এনেছেন তিনটি খণ্ড - ১ম খণ্ড - 'মানুষের ঘরবাড়ি', ২য় খণ্ড - 'মৃন্ময়ী' এবং ৩য় খণ্ড - 'অন্নভোগ'। উপন্যাসের ব্লার্বে বলা হয়েছে— "মানুষের ঘরবাড়ি সোনার কিশোর জীবনের আখ্যান। ... মানুষ এবং তার জীবন সত্যের খোঁজে লেখকের এই যাত্রা। এই যাত্রায় 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে'র নায়ক সোনা বিলু হয়ে আছে এই আধুনিক মহাভারতে।" (মানুষের ঘরবাড়ি, করুণা, অখণ্ড সংস্করণ, ২০১০ এপ্রিল)

উপন্যাসের নায়ক বা Central character 'বিলু'। তার চোখ দিয়েই অর্থাৎ 'Point of view'-এ দেখানো হয়েছে সমস্ত কিছু। সমালোচক তাই বলেন—বিলুর "চোখেই দেখা নিজের সংসারের গড়ে ওঠার কাহিনি, সেখানে অনাহার, ক্ষুধা, স্বপ্নহীনতা রুঢ়তা যেমন পাঠকের সমবেদনা টেনে আনে, তেমনি বাঁচার প্রবল আকাঙ্খা আমাদের বিস্মিত করে। আমরা বলতে পারি না আর 'জীবন এত ছোট কেনে' বরং জীবন যে সব রুক্ষতা, রূঢ়তা পেরিয়ে চেতনার কোনো সুবলয়কে স্পর্শ করে, সুবাতাস বয়ে যায়- একথা জানতে পারি।" (আশিসকুমার দে, ঝরেকাদর্শন—পৃ-১৮৭)

এই উপন্যাসের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য—

১) উদ্বাস্তু প্রসঙ্গ-আশ্রয় খোঁজার সংগ্রাম।
২) দুই দেশের জীবন কাহিনি।
৩) একান্নবর্তী পরিবার চেতনা।
৪) স্মৃতিচারণার প্রসঙ্গে উঠে আসে অনেক কাহিনি।
৫) মানুষ আর প্রকৃতির বর্ণনা।
৬) নর-নারীর প্রেম প্রসঙ্গে বর্ণনা।
সব মিলিয়ে আঙ্গিকের অভিনবত্ব প্রকাশিত হয়েছে।

'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' সিরিজের শেষ খণ্ড 'ঈশ্বরের বাগান' উপন্যাসেও এসেছে দেশবিভাগজনিত উদ্বাস্তু জীবনের প্রসঙ্গ। যে সময়কালে অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় উপন্যাস রচনায় এসেছেন সেই সময়কালের রাজনৈতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রসঙ্গগুলি জীবন্ত বাস্তবতায় এসেছে তাঁর উপন্যাসে। ঔপন্যাসিকের সমজচেতনা ও কালচেতনার সাক্ষী এইসব উপন্যাস। এই উপন্যাসের মধ্যে কেন্দ্রীয় চরিত্র হয়েছে অতীশ। স্বাধীনতার অব্যবহিত আগে পরের কাহিনি এসেছে উপন্যাসে। সোনাই উপন্যাসে এসেছে অতীশ রূপে।

সমালোচকের মন্তব্য অনুযায়ী এই উপন্যাসের মধ্যে—

ক) উদ্বাস্তু সংগ্রামী পরিবার।
খ) অসংখ্য চরিত্র।
গ) পটভূমির বিশালতা।
ঘ) রোমাঞ্চকর সমুদ্র অভিযান।
ঙ) লৌকিক ও অলৌকিক উপলব্ধি রয়েছে।

এই উপন্যাসের মধ্যে মৃন্ময়ী ও লক্ষ্মী নামের নারীদের কথা রয়েছে।

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জনগণ' (প্রথমখণ্ড ২০০১, দ্বিতীয় খণ্ড ২০০৫) উপন্যাসের মধ্যে এসেছে কেন্দ্রীয় চরিত্র মিহির সান্যালের কথা। তার বর্তমান জীবন এবং অতীত জীবনের বুনটে উপন্যাসের আখ্যান রচিত হয়েছে। এই উপন্যাসের কাহিনীও বৃহদায়তন। দেশভাগ-বাংলাদেশ এবং বর্তমান পশ্চিমবাংলার জনগণের কাহিনি আছে।

সমালোচক বলেছেন— "স্বাধীনতার পর থেকে ক্রমান্বয়ে বাঙালী জীবনে যে রূপবদল ঘটে যাচ্ছে 'জনগণ' উপন্যাসে তারই বিশ্বস্ত চিত্রায়ণে এক রহস্যময় জগতের সন্ধানে তিনি ব্যাপৃত।"

বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার প্রসঙ্গ এসেছে। সুহাসিনী নামের একটি তরুণীর ধর্ষিতা হবার কাহিনি মনে পড়বে 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' উপন্যাসের মালতীর ধর্ষিত হবার কথাটি। সুহাসিনীকে আবার কোনো হিন্দু আশ্রয় দেয় না— সে আশ্রয় পায় মুসলমানের কাছে। সুহাসিনীর সঙ্গে ওদুদ মিঞার প্রসঙ্গ উপন্যাসটির অন্যতম বিষয়।

জীবিকার্জনের জন্য মিহিরের প্রেসের কাজ-পত্রিকার জন্য লেখা তৈরীর প্রসঙ্গ আছে। এসেছে সংযুক্তা নামের এক নারীর কথা। উদ্বাস্তুরা পূর্ববঙ্গ থেকে এসে কোলকাতার বস্তিতে মাথা গুঁজবার চেষ্টা করছে- তারা কিভাবে পরিবেশ নোংরা করছে তার বাস্তব বর্ণনা পাই উপন্যাসে। উপন্যাসের ৪২ পৃষ্ঠা জুড়ে তার বাস্তব বর্ণনা আছে।

'জনগণ' উপন্যাসের অন্যতম বিষয় নরনারীর যৌনতা শারীরিক মিলনের প্রসঙ্গ। সুহাসিনী সেই যৌনতা আর প্রেমের অবলম্বন। মিহির এবং সুহাসিনীর শারীরিক মিলনের বর্ণনা পাই উপন্যাসের ১৮৭-১৮৮ পৃষ্ঠা জুড়ে।

উপন্যাসের মধ্যেও—
১) দেশভাগজনিত সমস্যা।
২) উদ্বাস্তু সমস্যা।
৩) জীবিকার জন্য চেষ্টা।
৪) মিহির সান্যালের দ্বন্দ্ব অন্তর্দ্বন্দ্ব।
৫) নারী প্রসঙ্গ-প্রেম যৌনতা।
৬) জনজীবনের বিচিত্র কাহিনি উঠে এসেছে।

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জনগণ' উপন্যাসটির আঙ্গিক নিয়ে আলোচনা করা যায়। এই উপন্যাসটি দুটি খণ্ডে প্রকাশিত হয়। প্রথম খণ্ড ২০০১ এবং দ্বিতীয় খণ্ড ২০০৫ সালে প্রকাশিত হয়। উপন্যাসটি দৈনিক 'সংবাদ প্রতিদিন' পত্রিকায় প্রকাশিত আমরা আগেই বলেছি অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাস্তব জীবন অভিজ্ঞতার প্রকাশ ঘটেছে তাঁর উপন্যাসগুলিতে। ১৯৫০ সালের পর থেকে বাংলা উপন্যাসের সে বাঁক বদল লক্ষিত হয় তাঁর উপন্যাসের মধ্যে তা প্রত্যক্ষ করা যায়।

তাঁর উপন্যাসের আলোচনায় গ্রন্থের মলাট সমালোচনায় জানতে পারা যায়— "অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় আলাদা গোত্রের লেখক। তাঁর বড় মাপের উপন্যাসগুলিতে বাঙালীর আর্থ-সামাজিক দিকগুলি বিশেষ প্রাধান্য পায়। স্বাধীনতার পর থেকে ক্রমান্বয়ে বাঙালীর জীবনে যে রূপবদল ঘটে যাচ্ছে 'জনগণ' উপন্যাসে তারই বিশ্বস্ত চিত্রায়ণে এক রহস্যময় জগতের সন্ধানে তিনি ব্যাপৃত।" 'জনগণ' উপন্যাসের Protagonist মিহির সান্যাল। তাঁর জীবনের অতীত ও বর্তমানের কথা পাই।

উপন্যাসটির মধ্যে দেশভাগ-উদ্বাস্তু সমস্যা-রিফ্যুজি কলোনী গড়ে ওঠার পাশাপাশি তৎকালীন আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটটি উঠে এসেছে। উপন্যাসে নর-নারীর জীবনবর্ণনায় আবশ্যিক ভাবে এসে পড়েছে যৌনতা। স্বপ্নে জাগরণে বাস্তবে নারী এসেছে বারবার। যৌনতা ঔপন্যাসিকের একটি অন্যতম বিষয় বলে মনে হয় আমাদের। হয়তো সেই বিষয় তিনি যেন জবানবন্দী দিয়েছেন উপন্যাসের ৯২ পৃষ্ঠায় : "যৌনতা না থাকলে মানুষ কোথায়? মানুষ না থাকলে ঈশ্বর কোথায়? এবং সব নারী পুরুষের ক্ষেত্রেই এই যৌনতা উষ্ণতার জন্ম দেয়, সন্তান হয়। সন্তান বড় হয়, আবার যৌনতার জনন হয়, চক্র। ধর্মাধর্ম অস্তিত্ব জন্মের সঙ্গে সম্পর্ক কোথায়? ঘোরচক্রের মধ্যে জীবন আবর্তিত হচ্ছে।" (জনগণ, পৃ-৯২)

যৌনতা প্রসঙ্গে সাক্ষাৎকারে অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন— "এটা আমার কাছে একেবারে স্বাভবিক। সুদীর্ঘকাল ধরে আমি যেটা উপলব্ধি করেছি, আমরা যে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে আছি, তার কারণ এর মধ্যে নারী আছে। যদি নারী না থাকত তাহলে এই সমাজ, রাজনীতি, শিল্পসৃষ্টি, কিছুই থাকত না। এই থাকাটাই মূল্যবান। আর এর কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে যৌনতা। আমি মনে করি যৌনতাই প্রাণ, যৌনতাই সৃষ্টির উৎস, যৌনতাই ঈশ্বর। যৌনতা আমার কাছে ভোগের বস্তু নয়।" (সাক্ষাৎকার। বইয়ের দেশ। এপ্রিল-জুন ২০১২)

এই উপন্যাসের অসংখ্যা চরিত্রের মধ্যে প্রৌঢ় মিহির সান্যাল, বুলা, সুহাসিনী, ওদুদ মিঞা, নবেন্দু উল্লেখ্য। উপন্যাসটিতে প্রথম খণ্ডে ২২টি পরিচ্ছেদ এবং দ্বিতীয় খণ্ডের মধ্যে পরিচ্ছেদ বিভাজন নেই।

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসগুলির অন্যতম উপন্যাস 'দেবীমহিমা'। (বইমেলা ২০১৩) 'দেবীমহিমা'র মধ্যে দুটি আলাদা আলাদা খণ্ড— 'দেবীমহিমা' এবং 'আবাদ' উপন্যাসের দুটি খণ্ড মিলিয়ে মোট ২২টি পর্ব। উপন্যাসটির বিষয় সম্পর্কে জানানো হয়েছে— "উপন্যাসটির অখণ্ড সংস্করণ উপলক্ষ্যে কিছু স্মরনীয় কথা, নারী ঘরবাড়ি চায়, আবাদ চায়। নারী পুরুষের সংসর্গ আবাদের হেতু, তার জন্ম এবং মৃত্যুর চেয়েও অধিক। নারী পুরুষের এই সরল এবং অকপট সংসর্গ লাভের চেয়েও পবিত্র ও মহৎ। 'দেবীমহিমা' নারী ঐশ্বর্যের আশ্চর্য এক দৃশ্যকাব্য।"

আরও বলা হয়েছে "এই উপন্যাসে আছে বাংলার রাজনৈতিক এবং সামজিক জীবনের এক দীর্ণ আক্রান্ত চিত্রমালা-কখনো ধানজমি, নারী দখল করার প্রবল কামুক পুরুষ, অথবা আমাদের নাগরিক ক্ষয় এবং বিপন্নতা আর এরই মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকে মানুষের হাহাকার, ঈশ্বরের অলীক অস্তিত্ব এবং অঘ্রাণের অনুভূতিমালা। এমন গভীর নিষ্পাপ উপন্যাস বাংলার সাহিত্যে বিরল। ধ্রুপদী মননশীল লেখকের এক ধ্রুপদী যাত্রা।"

'দেবীমহিমা' উপন্যাসেও দেশ ছেড়ে চলে যাবার বেদনা প্রকাশিত হয়েছে। অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সত্তাই হয়েছে উপন্যাসের চরিত্র দিব্যেন্দু। দেশত্যাগী উদ্বাস্তু মানুষদের বসতির বর্ণনা আছে এই উপন্যাসে। বাড়ি ঘর তোলা এবং দূরবর্তী কুয়ো থেকে জলের ব্যবস্থা হয়েছে। আছে পার্বতী-দিব্যেন্দুর বৃত্ত। আছে দুলির কাহিনি। বনমালীর আখ্যান। সেই পার্বতীকে নিয়ে যতীন ওঝার বুজরুকি আরম্ভ। পার্বতী মানবী অথচ তাকে দেবী গড়ে তোলার চক্রান্ত। সরল বিশ্বাসী মানুষদের বোকা বানায় যতীন ওঝা। দিব্যেন্দু প্রতিবাদ করে-পার্বতীকে উদ্ধার করার চেষ্টা করে। পরবর্তীতে নানা বাধা বিপদ তুচ্ছ করে দিবু আর পার্বতী কাছাকাছি আসে। রুক্ষ মাটিতে আবাদ শুরু হবে। নরনারীর মিলন আর কৃষিকাজকে মিলিয়ে দেখেন লেখক।

উপন্যাসের মধ্যে নানা চরিত্র-অসংখ্য ঘটনার মধ্যে আবার সাপ ও মনসামঙ্গলের প্রসঙ্গের উপস্থাপনা করা হয়েছে। অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসটির মধ্যে প্লট (Plot) গঠনের একটি শিথিলতা লক্ষিত হয়। কিন্তু পরবর্তীতে অত্যন্ত চারুত্বে তিনি উপসংহার করেন। সাক্ষাৎকারে তিনি এই প্রসঙ্গে জানান : "ঠিকই খুব গুছিয়ে পরিকল্পনা করে কোন লেখাই আমি লিখতে পারি না। এই ব্যাপারটা আমার পাঠকেরা যে যার মতো করে ব্যাখ্যা করেন।" (সাক্ষাৎকার। বইয়ের দেশ। এপ্রিল-জুন ২০১২)

এই সাক্ষাৎকারের শেষে অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় আরও জানান : "আসলে আমি কোনওদিন খুব একটা অর্গানাইজড নই। আমার এক্সপ্রেশনটাই এলোমেলো। লেখাটাই আমার এক্সপ্রেশন। হয়তো সেই কারণেই আমার পাঠকেরা আমাকে এত ভালোবাসে।"

'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' থেকে শুরু করে অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সব উপন্যাসের মধ্যেই আমরা এই প্লট (Plot) এর শিথিল বিন্যস্ত এলোমেলো ভাবটি প্রত্যক্ষ করি। তথাপি তিনি জনপ্রিয় হয়েছেন তা এই এলোমেলো এক্সপ্রেশনটির জন্যই।

'দেবীমহিমা' উপন্যাসটির মধ্যে জনজীবনের বাস্তবতার পাশাপাশি লোকবিশ্বাস, পুরাণকেও এনেছেন। পার্বতীর চরিত্রের মধ্যে মানবীত্ব এবং দেবীত্বের দ্বন্দ্বকে আমরা প্রত্যক্ষ করি। এই উপন্যাসের মধ্যে 'হিজলবিল' একটি জীবন্ত চরিত্র হয়ে উঠেছে।

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসের মধ্যে জীবনবর্ণনার পাশাপাশি বাঙালী জীবনের সংস্কৃতি-পরম্পরা ঐতিহ্যের কথা, কথকতা, মনসামঙ্গল-পুরাণ চেতনার পরিচয় পাওয়া যায়। অনেক সময় তিনি ধারাবাহিক ভাবে আমাদের জন-জীবনের নানা কৃষ্টি আচরণকে তুলে ধরেছেন। কখনো অনেক প্রতীকী (Symbolic) তাৎপর্য। 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' উপন্যাসের মধ্যে বিশেষ করে তিনি হিন্দুজীবন এবং মুসলমানদের জীবনকে বাস্তবতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন। আর তার পাশাপাশি এনেছেন নানা অনুষ্ঠান, পরব, মিথ-সামাজিকতাও। সমালোচক তাই বলেন— "ফেলুশেখ, আর আম্নুবিবি, আবেদালি, তার বিবি জালালি, জোটন, তার ফকিরসাব, ঠাকুরবাড়ির সেবক ঈশম শেখ, তার পঙ্গু, বিবি, সামু বা সামসুদ্দিন, তার ছোট মেয়ে ফতিমা, মন্জুর, জয়নাল-হাসিমের মত গরীব দুঃখীর দল—এদের জীবনযাত্রার অন্তরঙ্গ পরিচয় এ উপন্যাসে পাই।

সেই সঙ্গে পাই গ্রামের ধর্মানুষ্ঠান ও ঋতু-পর্যায়ে বাঁধা অনুষ্ঠান-হিন্দু ও মুসলমানদের মিলিত ও স্বতন্ত্র অনুষ্ঠানগুলির উজ্জ্বল বিবরণ। জালালির অন্ত্যোষ্টিক্রিয়া, ফকিরশেবের শেষ মুহূর্ত, ফেলুশেখের বাঁধানো কবরে হাজি সাহেবের মাইজলা বিবির রাতের আঁধারে মোমবাতি জ্বলানো-এই সব দৃশ্যে মুসলমান জীবনের সামাজিক ও ধর্মীয় মিথ জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

অপরদিকে হিন্দু সমাজের ধর্মীয় ও সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ডে হিন্দু 'মিথ' প্রত্যক্ষ শিল্পরূপ পেয়েছে। ধনকর্তার ছেলের (সোনা) জন্ম উপলক্ষ্যে আচার, পালেদের দুই মেয়ে কিরণী আবুর মাঘমণ্ডলের ব্রত, দুর্গাপূজা, পুজোয় রাবণ বধের পালা গান, রামায়ণ গান, কৃষ্ণযাত্রা, কবিগান, লাঙলবন্ধে অষ্টমী স্নান, শীতের দিনে মাঠে মাঠে বাস্তুপূজা, মোষবলি, ভেড়াবলি, বুড়োকর্তা মহেন্দ্রনাথের মৃত্যু ও শ্রাদ্ধ, সোনার উপনয়ন, মুড়াপাড়ার দুর্গাপূজা, মোষবলি, দশমী তিথিতে দশেরা উৎসব, লক্ষ্মী পূজা, কার্ত্তিক পূজা—ঋতুচক্রের মালায় গাঁথা উৎসব ঘুরে ঘুরে আসে। আর আছে মেলা যা একমাস ধরে চলে, যেখানে ঘোড়া দৌড়, গোরু দৌড় হয়। আর আছে দাঙ্গা যার জন্য সেই মেলার আনন্দ হঠাৎ শেষ হয়ে যায়।

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিষয়বৈচিত্র্য মনে রাখার মতো। তিনি ডোমদের জীবন নিয়েও উপন্যাস লিখেছেন। সেই উপন্যাসের নাম 'শেষদৃশ্য'। এই প্রসঙ্গে তিনি জানান— "ডোমেদের নিয়ে লেখা ছ'সাত-মাস আমি তাদের জীবন খুব কাছ থেকে দেখেছি; তাদের হাত লাগিয়েছি। মৃতদেহ পচিয়ে কঙ্কাল বের করত তারা।" (বইয়ের দেশ, এপ্রিল-জুন ২০১২)

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসের মধ্যে চরিত্রদের বিকাশ ও বিবর্তনের ধারাটি ক্রমান্বয়ে এসেছে বিলু বা সোনা দেশ-কাল-সমাজের প্রেক্ষাপটে বড়ো হয়ে উঠেছে এবং তাদের নিজস্ব একটি জীবনদর্শন গড়ে উঠেছে। কিশোর চরিত্রের মধ্যে জীবন সম্পর্কে, মৃত্যু সম্পর্কে, এমনকি যৌনতা ও নারী সম্পর্কে নানা বোধ গড়ে উঠেছে। উদ্বাস্তু জীবন তাঁর উপন্যাসের একটি অন্যতম বিষয়। 'মানুষের ঘরবাড়ি' তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

নারী জীবন নিয়েও তাঁর লেখায় একটি সংহত ভাব লক্ষ্য করা যায়। এক একটি নারী তাঁর এক এক রকম। সুহাসিনী, মালতী, পার্বতী উল্লেখযোগ্য নারীচরিত্র।

'কাপাসী' উপন্যাসের 'কাপাসী' উল্লেখ্য। কাপাসী নামের একটি বালিকা কীভাবে জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাতে নারী হয়ে উঠেছে তার বর্ণনা আছে উপন্যাসে। সব মিলিয়ে এই সব উপন্যাসের মধ্যে চরিত্রায়ণ, কাহিনি গ্রন্থন, পরিবেশ পটভূমি নির্মাণের বিশেষত্ব লক্ষ্য করা যায়। তাঁর উপন্যাসের মধ্যে আমরা বিভূতিভূষণের গ্রাম ও বাংলাদেশকে অন্যভাবে পাই। এ প্রসঙ্গে আলোচক আশিস কুমার দে জানান— "সব মিলিয়ে অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা উপন্যাসের এক ব্যতিক্রমী লেখক। বিভূতিভূষণের জন্য, স্বদেশী সংস্কৃতি-প্রকৃতির জন্য যে হাহাকার আমাদের গভীরে গোপনে বাজে, তারই উত্তরসূরী অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়। যদিও সময়প্রেক্ষিত বদলে গেছে বলে তাঁকে চিনে ফেলা কঠিন। বাণিজ্যবৃত্তির জন্য গ্রামচিত্র অঙ্কন নয়, জীবনের প্রাণরসের সন্ধান অতীন করেছেন বলে আমাদের শ্রদ্ধেয় হয়ে থাকবেন। একসময় যখন গ্রাম বাংলার রূপ আরও বদলাবে, তখন অতীনের এসব উপন্যাসই তার অতীতের সন্ধান দেবে। অতীনের রচনা কম নয়। এই সামান্য পরিসরের প্রবন্ধে এক গভীর অতৃপ্তি আছে। আবার তৃপ্তি আছে অতীনের সঙ্গে পরিচিতি হবার সৌভাগ্যে, তাঁর নিজস্ব বলয় চেনার আনন্দে।" (ঝরোকা দর্শন, পৃ-১৯১)

বিষয় ও আঙ্গিকের অভিনবত্বে অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্য-বিশেষতঃ উপন্যাস সাহিত্য তাই বাংলা সাহিত্যে নবতর মাত্রা যোজনা করেছে বলেই আমরা মনে করি।

তথ্যপঞ্জি :

১। বন্দ্যোপাধ্যায় সরোজ, বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, দে'জ, পৃ-৩৮৮।
২। দ্র. মুখোপাধ্যায় অরুণকুমার, কালের প্রতিমা, দে'জ।
৩। তদেব, পৃ-২১৪
৪। বন্দ্যোপাধ্যায় সরোজ, বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, দে'জ, পৃ-৪০৪।
৫। তদেব, পৃ-৪০৪
৬। দে আশিসকুমার, কথাসাহিত্যিক বন্দ্যোপাধ্যায় অতীন : ঝরোকাদর্শন, পঞ্চাশের দশকের কথাকার, স. উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, পুস্তকবিপণি, ১৯৯৮, পৃ-১৭৮

গ্রন্থ তালিকা :

বন্দ্যোপাধ্যায় অতীন:	সমুদ্র মানুষ, ১৯৬০,
	শেষদৃশ্য, ১৯৬৪,
	নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে, করুণা প্রকাশনী, ১৯৭১
	অলৌকিক জলযান, করুণা প্রকাশনী, ১৯৭৫
	মানুষের ঘরবাড়ি, করুণা প্রকাশনী, ১৯৭৮
	ঈশ্বরের বাগান, করুণা প্রকাশনী, ১৯৭৮
	দেবীমহিমা, করুণা প্রকাশনী, ১৯৮৪
	জনগণ, করুণা প্রকাশনী
	গল্প সমগ্র (১-৩) করুণা প্রকাশনী
	মুহূর্তকথা, পারুল প্রকাশনী, ২০১২
সাক্ষাৎকার :	'বইয়ের দেশ', এপ্রিল-জুন, ২০১২
রায় অলোক:	(স) সাহিত্যকোষ : কথাসাহিত্য, সাহিত্যলোক, ২০০২
	কথাসাহিত্য জিজ্ঞাসা, সাহিত্যলোক
বাংলা উপন্যাস :	প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি, পুস্তক বিপণি
মুখোপাধ্যায় অরুণকুমার :	কালের প্রতিমা, বাংলা উপন্যাসের পঁচাত্তর
	বছর (১৯২৩-১৯৯৭) দে'জ। ১৯৯৯
	কালের পুত্তলিকা, বাংলা ছোটগল্পের একশ
	দশ বছর, দে'জ ২০০৪ মধ্যাহ্নে থেকে
	সায়াহ্নে, দে'জ, ১৯৭৪
সান্যাল অরুণ :	(স) বাংলা উপন্যাস, ওয়েষ্ট বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৯৯১
বন্দ্যোপাধ্যায় অসিত:	(স) বিষয়: প্রবন্ধ
সিকদার অশ্রুকুমার :	আধুনিক বাংলা উপন্যাস, অরুণা, ১৯৮৮
মজুমদার উজ্জ্বলকুমার :	(স) পঞ্চাশের দশকের কথাকার, পুস্তকবিপণি, ১৯৯৮
	উপন্যাস পাঠকের ডায়ারি, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ
	উপন্যাসে জীবন ও শিল্প, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ
চট্টোপাধ্যায় কুন্তল :	সাহিত্যের রূপরীতি, রত্নাবলী
গুপ্তক্ষেত্র:	বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস (১-৬), গ্রন্থনিলয়
রায়চৌধুরী গোপিকানাথা :	বাংলা কথাসাহিত্য : প্রকরণ ও প্রবণতা, পুস্তকবিপণি, ১৯৯৯
গোস্বামী জয়ন্ত : গবেষণা:	পদ্ধতি ও প্রয়োগ, পুস্তকবিপণি, ১৯৯১
ঘোষাল জয়ন্তকুমার :	বাংলা উপন্যাসের সমাজবাস্তবতা, পুস্তকবিপণি, ১৯৯২
মজুমদার জহর সেন :	উপন্যাসের ঘরবাড়ি, পুস্তকবিপণি,
ভট্টাচার্য তপোধীর :	প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্ব, দে'জ
বন্দ্যোপাধ্যায় দেবদ্যুতি :	প্রসঙ্গ উপন্যাস ও ছোতগল্পের রূপভেদ
চট্টোপাধ্যায় দেবব্রত :	(স) পরিকথা, বিংশ শতাব্দীর সমাজ বিবর্তন : বাংলা উপন্যাস